নির্বাচন কমিশন
বাংলাদেশ
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা
www.ecs.gov.bd

নং-১৭.০০.০০০০.০৪৭.১১.০১৬.১৫-১২

তারিখ: ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ খ্রিঃ

প্যানেল আইনজীবী তালিকাভুক্তি বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনে নিম্নে বর্ণিত শর্তসাপেক্ষে প্যানেল আইনজীবী তালিকাভুক্ত করার লক্ষ্যে আগ্রহী আইনজীবীদের নিকট হতে প্রস্তাব আহ্বান করা যাচ্ছে ঃ

শর্তাবলি ঃ

১। প্রস্তাবকারীকে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে।

২। প্রস্তাবকারীকে এককভাবে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রীট পিটিশনসহ অন্যান্য মোকদ্দমা পরিচালনায় কমপক্ষে ১০ বছরের এবং ক্ষেত্রমত, মহামান্য আপিল বিভাগে পিটিশন/মোকদ্দমা পরিচালনায় তালিকাভুক্ত অথবা এড্‌ভোকেট-অন-রেকর্ড হিসেবে তালিকাভুক্ত থাকতে হবে। অধিকন্তু প্রস্তাবকারীকে কমিশনের চাহিদা মোতাবেক বিভিন্ন বিষয়ে আইনগত মতামত প্রদানে সক্ষম হতে হবে।

৩। প্রস্তাবকারীকে সংবিধান, নির্বাচন কমিশন সংশ্লিষ্ট আইন, মানবাধিকার, চাকুরি সংক্রান্ত আইনসহ প্রশাসনিক বিষয়াদি এবং জাতীয় সংসদ ও স্থানীয় সরকার নির্বাচন সম্পর্কিত আইন ও বিধি-বিধান সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হতে হবে।

৪। প্রস্তাবকারীকে নির্বাচন কমিশনের চাহিদা অনুযায়ী আইন বিষয়ক পরামর্শ প্রদান করতে হবে।

৫। পিটিশন/মোকদ্দমা পরিচালনার জন্য খাতওয়ারী ধার্যকৃত ফি নিম্নলিখিত হারে প্রদান করা হবেঃ

ক্রমিক	কাজের বিবরণ	ধার্যকৃত ফি
১।	বিভিন্ন প্রকৃতির প্রতি মামলার (ড্রাফটিং+ফাইলিং+ এফিডেভিট) সম্পাদন খরচ বাবদ (হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগ, জজকোর্ট এর জন্য)	১০,০০০/-
২।	প্রতিদিনের হাজিরা বাবদ (হাইকোর্ট এবং আপিল বিভাগ, জজ কোর্ট এর জন্য)	১০০০/-
৩।	শুনানি (প্রতি দিনের জন্য)	৫,০০০/-
৪।	বিবিধ (পেপার বুক প্রস্তুত, ফটোকপি, সার্টিফাইড কপি উত্তোলন, তথ্য সংগ্রহ)	প্রকৃত খরচ
৫।	কমিশনের চাহিদা মোতাবেক জরুরিভাবে তালিকাভুক্তকরণ ও শুনানির জন্য অতিরিক্ত ফি এর জন্য	প্রকৃত খরচ

৬। প্রস্তাবকারী একের অধিক প্রতিষ্ঠানে আইনজীবী হিসাবে সংযুক্ত থাকলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ঠিকানাসহ কার্যকালের বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করতে হবে।

৭। প্যানেলভুক্ত আইনজীবী এর মেয়াদকাল নিয়োগের তারিখ থেকে ০২ (দুই) বছর হবে। পরবর্তীতে কমিশনের অনুমোদন সাপেক্ষে সময় বর্ধিত করা যেতে পারে।

৮। আইন পেশায় বেশী/দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কোন এড্‌ভোকেট বিশেষ যুক্তিসহ বিজ্ঞাপনে উল্লিখিত ফি'এর অতিরিক্ত দাবি করে প্যানেলে অন্তর্ভুক্ত হবার জন্য আবেদন করতে পারবেন।

৯। প্যানেলভুক্ত আইনজীবী অব্যাহতির ক্ষেত্রে যে কোন পক্ষ হতে ৯০ (নব্বই) দিনের নোটিশ প্রদান করতে হবে।

১০। আগ্রহী প্রস্তাবকারীকে তাঁর (ক) নাম, (খ) পিতা/স্বামীর নাম, (গ) মাতার নাম, (ঘ) স্থায়ী ঠিকানা, (ঙ) বর্তমান ঠিকানা, (চ) চেম্বারের ঠিকানা [টেলিফোন, মোবাইল, ফ্যাক্স নম্বর ও ই-মেইল আইডিসহ], (ছ) শিক্ষাগত যোগ্যতা, (জ) জন্ম তারিখসহ ৩১-০১-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে বয়স, (ঝ) জাতীয়তা, (ঞ) হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগে এড্‌ভোকেট-অন-রেকর্ড হিসেবে অন্তর্ভুক্তির তারিখ উল্লেখপূর্বক প্রস্তাব পেশ করতে হবে। প্রস্তাবকারীকে প্রস্তাবপত্রের সাথে সকল শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পেশাগত যোগ্যতার সনদপত্রের সত্যায়িত অনুলিপি, বার কাউন্সিল প্রদত্ত আইনজীবী সনদপত্রের সত্যায়িত অনুলিপি, সম্প্রতি তোলা পাসপোর্ট সাইজের ০৩ (তিন) কপি ছবি এবং হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগে মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার সমর্থনে যথাযথ কাগজপত্র সংযুক্ত করতে হবে।

১১। প্রস্তাবপত্র সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা এর বরাবরে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে অফিস চলাকালীন সময়ে সরাসরি/ডাকযোগে/কুরিয়ার সার্ভিসযোগে পৌঁছাতে হবে এবং খামের উপরে "প্যানেল-আইনজীবী তালিকাভুক্তি" উল্লেখ করতে হবে। নির্ধারিত তারিখের পর কোন আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে না।

১২। প্যানেল আইনজীবী তালিকাভুক্তির বিষয়ে কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত গণ্য হবে।

১৩। নতুন প্যানেল সৃজনের সাথে সাথে পূর্বের প্যানেল বিলুপ্ত বলে গণ্য হবে।

১৪। নির্বাচন কমিশন কোনরূপ কারণ দর্শানো ব্যতিরেকেই অত্র বিজ্ঞপ্তি বাতিলের অধিকার সংরক্ষণ করেন।

09/02/2016

মোঃ মহসিনুল হক
উপসচিব (আইন)
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

"দৈনিক প্রথম আলো"
০৮/০২/২০১৬

নির্বাচন কমিশন

বাংলাদেশ
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা
www.ecs.gov.bd

নং-১৭.০০.০০০০.০৪৭.১১.০১৬.১৫-১২

তারিখ : ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ খ্রিঃ

প্যানেল আইনজীবী তালিকাভুক্তি বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনে নিম্নে বর্ণিত শর্তসাপেক্ষে প্যানেল আইনজীবী তালিকাভুক্ত করার লক্ষ্যে আগ্রহী আইনজীবীদের নিকট হতে প্রস্তাব আহ্বান করা যাচ্ছে:

শর্তাবলি :

১। প্রস্তাবকারীকে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে।

২। প্রস্তাবকারীকে এককভাবে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রীট পিটিশনসহ অন্যান্য মোকদ্দমা পরিচালনায় কমপক্ষে ১০ বছরের এবং ক্ষেত্রমত, মহামান্য আপিল বিভাগে পিটিশন/মোকদ্দমা পরিচালনায় তালিকাভুক্ত অথবা এডভোকেট-অন-রেকর্ড হিসেবে তালিকাভুক্ত থাকতে হবে। অধিকন্তু প্রস্তাবকারীকে কমিশনের চাহিদা মোতাবেক বিভিন্ন বিষয়ে আইনগত মতামত প্রদানে সক্ষম হতে হবে।

৩। প্রস্তাবকারীকে সংবিধান, নির্বাচন কমিশন সংশ্লিষ্ট আইন, মানবাধিকার, চাকুরি সংক্রান্ত আইনসহ প্রশাসনিক বিষয়াদি এবং জাতীয় সংসদ ও স্থানীয় সরকার নির্বাচন সম্পর্কিত আইন ও বিধি-বিধান সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হতে হবে।

৪। প্রস্তাবকারীকে নির্বাচন কমিশনের চাহিদা অনুযায়ী আইন বিষয়ক পরামর্শ প্রদান করতে হবে।

৫। পিটিশন/মোকদ্দমা পরিচালনার জন্য খাতওয়ারী ধার্যকৃত ফি নিম্নলিখিত হারে প্রদান করা হবে :

ক্রমিক	কাজের বিবরণ	ধার্যকৃত ফি
১।	বিভিন্ন প্রকৃতির প্রতি মামলার (ড্রাফটিং+ফাইলিং+এফিডেভিট) সম্পাদন খরচ বাবদ (হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগ, জজকোর্ট এর জন্য)	১০,০০০/-
২।	প্রতিদিনের হাজিরা বাবদ (হাইকোর্ট এবং আপিল বিভাগ, জজ কোর্ট এর জন্য)	১০০০/-
৩।	শুনানি (প্রতি দিনের জন্য)	৫,০০০/-
৪।	বিবিধ (পেপার বুক প্রস্তুত, ফটোকপি, সার্টিফাইড কপি উত্তোলন, তথ্য সংগ্রহ)	প্রকৃত খরচ
৫।	কমিশনের চাহিদা মোতাবেক জরুরিভাবে তালিকাভুক্তকরণ ও শুনানির জন্য অতিরিক্ত ফি এর জন্য	প্রকৃত খরচ

৬। প্রস্তাবকারী একের অধিক প্রতিষ্ঠানে আইনজীবী হিসাবে সংযুক্ত থাকলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ঠিকানাসহ কার্যকালের বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করতে হবে।

৭। প্যানেলভুক্ত আইনজীবী এর মেয়াদকাল নিয়োগের তারিখ থেকে ০২ (দুই) বছর হবে। পরবর্তীতে কমিশনের অনুমোদন সাপেক্ষে সময় বর্ধিত করা যেতে পারে।

৮। আইন পেশায় বেশী/দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কোন এডভোকেট বিশেষ যুক্তিসহ বিজ্ঞাপনে উল্লিখিত ফি-এর অতিরিক্ত দাবি করে প্যানেলে অন্তর্ভুক্ত হবার জন্য আবেদন করতে পারবেন।

৯। প্যানেলভুক্ত আইনজীবী অব্যাহতির ক্ষেত্রে যে কোন পক্ষ হতে ৯০ (নব্বই) দিনের নোটিশ প্রদান করতে হবে।

১০। আগ্রহী প্রস্তাবকারীকে তাঁর (ক) নাম, (খ) পিতা/স্বামীর নাম, (গ) মাতার নাম, (ঘ) স্থায়ী ঠিকানা, (ঙ) বর্তমান ঠিকানা, (চ) চেম্বারের ঠিকানা [টেলিফোন, মোবাইল, ফ্যাক্স নম্বর ও ই-মেইল আইডিসহ], (ছ) শিক্ষাগত যোগ্যতা, (জ) জন্ম তারিখসহ ৩১-০১-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে বয়স, (ঝ) জাতীয়তা, (ঞ) হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগে এডভোকেট-অন-রেকর্ড হিসেবে অন্তর্ভুক্তির তারিখ উল্লেখপূর্বক প্রস্তাব পেশ করতে হবে। প্রস্তাবকারীকে প্রস্তাবপত্রের সাথে সকল শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পেশাগত যোগ্যতার সনদপত্রের সত্যায়িত অনুলিপি, বার কাউন্সিল প্রদত্ত আইনজীবী সনদপত্রের সত্যায়িত অনুলিপি, সম্প্রতি তোলা পাসপোর্ট সাইজের ০৩ (তিন) কপি ছবি এবং হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগে মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার সমর্থনে যথাযথ কাগজপত্র সংযুক্ত করতে হবে।

১১। প্রস্তাবপত্র সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা এর বরাবরে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে অফিস চলাকালীন সময়ে সরাসরি/ডাকযোগে/কুরিয়ার সার্ভিসযোগে পৌঁছাতে হবে এবং খামের উপরে "প্যানেল-আইনজীবী তালিকাভুক্তি" উল্লেখ করতে হবে। নির্ধারিত তারিখের পর কোন আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে না।

১২। প্যানেল আইনজীবী তালিকাভুক্তির বিষয়ে কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত গণ্য হবে।

১৩। নতুন প্যানেল সৃজনের সাথে সাথে পূর্বের প্যানেল বিলুপ্ত বলে গণ্য হবে।

১৪। নির্বাচন কমিশন কোনরূপ কারণ দর্শানো ব্যতিরেকেই অত্র বিজ্ঞপ্তি বাতিলের অধিকার সংরক্ষণ করেন।

মোঃ মহসিনুল হক
উপসচিব (আইন)
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

ডিজি-১১৯/১৬ (১০"X৩)

০৮/০২/২০১৬
মোঃ মহসিনুল হক
উপ-সচিব (আইন)
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
ঢাকা

team till February 29. | Brac, chaired the session.

নির্বাচন কমিশন

বাংলাদেশ
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা
www.ecs.gov.bd

"The Daily Star"
08/02/2016

নং-১৭.০০.০০০০.০৪৭.১১.০১৬.১৫-১২ তারিখ: ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৬খ্রিঃ

প্যানেল আইনজীবী তালিকাভুক্তি বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনে নিম্নে বর্ণিত শর্তসাপেক্ষে প্যানেল আইনজীবী তালিকাভুক্ত করার লক্ষ্যে আগ্রহী আইনজীবীদের নিকট হতে প্রস্তাব আহ্বান করা যাচ্ছেঃ

শর্তাবলি ঃ

১। প্রস্তাবকারীকে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে।

২। প্রস্তাবকারীকে এককভাবে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রীট পিটিশনসহ অন্যান্য মোকদ্দমা পরিচালনায় কমপক্ষে ১০ বছরের এবং ক্ষেত্রমত, মহামান্য আপিল বিভাগে পিটিশন/মোকদ্দমা পরিচালনায় তালিকাভুক্ত অথবা এড্‌ভোকেট-অন-রেকর্ড হিসেবে তালিকাভুক্ত থাকতে হবে। অধিকন্তু প্রস্তাবকারীকে কমিশনের চাহিদা মোতাবেক বিভিন্ন বিষয়ে আইনগত মতামত প্রদানে সক্ষম হতে হবে।

৩। প্রস্তাবকারীকে সংবিধান, নির্বাচন কমিশন সংশ্লিষ্ট আইন, মানবাধিকার, চাকুরী সংক্রান্ত আইনসহ প্রশাসনিক বিষয়াদি এবং জাতীয় সংসদ ও স্থানীয় সরকার নির্বাচন সম্পর্কিত আইন ও বিধি-বিধান সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হতে হবে।

৪। প্রস্তাবকারীকে নির্বাচন কমিশনের চাহিদা অনুযায়ী আইন বিষয়ক পরামর্শ প্রদান করতে হবে।

৫। পিটিশন/মোকদ্দমা পরিচালনার জন্য খাতওয়ারী ধার্যকৃত ফি নিম্নলিখিত হারে প্রদান করা হবেঃ

ক্রমিক	কাজের বিবরণ	ধার্যকৃত ফি
১।	বিভিন্ন প্রকৃতির প্রতি মামলার (ড্রাফটিং+ফাইলিং+এফিডেভিট) সম্পাদন খরচ বাবদ (হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগ, জজ কোর্ট এর জন্য)	১০,০০০/-
২।	প্রতিদিনের হাজিরা বাবদ (হাইকোর্ট এবং আপিল বিভাগ, জজ কোর্ট এর জন্য)	১০০০/-
৩।	শুনানি (প্রতি দিনের জন্য)	৫,০০০/-
৪।	বিবিধ (পেপার বুক প্রস্তুত, ফটোকপি, সার্টিফাইড কপি উত্তোলন, তথ্য সংগ্রহ)	প্রকৃত খরচ
৫।	কমিশনের চাহিদা মোতাবেক জরুরিভাবে তালিকাভুক্তকরণ ও শুনানির জন্য অতিরিক্ত ফি এর জন্য	প্রকৃত খরচ

৬। প্রস্তাবকারী একের অধিক প্রতিষ্ঠানে আইনজীবী হিসাবে সংযুক্ত থাকলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ঠিকানাসহ কার্যকালের বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করতে হবে।

৭। প্যানেলভুক্ত আইনজীবী এর মেয়াদকাল নিয়োগের তারিখ থেকে ০২ (দুই) বছর হবে। পরবর্তীতে কমিশনের অনুমোদন সাপেক্ষে সময় বর্ধিত করা যেতে পারে।

৮। আইন পেশায় বেশী/দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কোন এড্‌ভোকেট বিশেষ যুক্তিসহ বিজ্ঞাপনে উল্লিখিত ফি'এর অতিরিক্ত দাবি করে প্যানেলে অন্তর্ভুক্ত হবার জন্য আবেদন করতে পারবেন।

৯। প্যানেলভুক্ত আইনজীবী অব্যাহতির ক্ষেত্রে যে কোন পক্ষ হতে ৯০ (নব্বই) দিনের নোটিশ প্রদান করতে হবে।

১০। আগ্রহী প্রস্তাবকারীকে তাঁর (ক) নাম, (খ) পিতা/স্বামীর নাম, (গ) মাতার নাম, (ঘ) স্থায়ী ঠিকানা, (ঙ) বর্তমান ঠিকানা, (চ) চেম্বারের ঠিকানা [টেলিফোন, মোবাইল, ফ্যাক্স নম্বর ও ই-মেইল আইডিসহ], (ছ) শিক্ষাগত যোগ্যতা, (জ) জন্ম তারিখসহ ৩১-০১-২০১৬খ্রিঃ তারিখে বয়স, (ঝ) জাতীয়তা, (ঞ) হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগে এড্‌ভোকেট-অন-রেকর্ড হিসেবে অন্তর্ভুক্তির তারিখ উল্লেখপূর্বক প্রস্তাব পেশ করতে হবে। প্রস্তাবকারীকে প্রস্তাবপত্রের সাথে সকল শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পেশাগত যোগ্যতার সনদপত্রের সত্যায়িত অনুলিপি, বার কাউন্সিল প্রদত্ত আইনজীবী সনদপত্রের সত্যায়িত অনুলিপি, সম্প্রতি তোলা পাসপোর্ট সাইজের ০৩ (তিন) কপি ছবি এবং হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগে মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার সমর্থনে যথাযথ কাগজপত্র সংযুক্ত করতে হবে।

১১। প্রস্তাবপত্র সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা এর বরাবরে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে অফিস চলাকালীন সময়ে সরাসরি/ডাকযোগে/কুরিয়ার সার্ভিসযোগে পৌঁছাতে হবে এবং খামের উপরে "প্যানেল-আইনজীবী তালিকাভুক্তি" উল্লেখ করতে হবে। নির্ধারিত তারিখের পর কোন আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে না।

১২। প্যানেল আইনজীবী তালিকাভুক্তির বিষয়ে কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত গণ্য হবে।

১৩। নতুন প্যানেল সৃজনের সাথে সাথে পূর্বের প্যানেল বিলুপ্ত বলে গণ্য হবে।

১৪। নির্বাচন কমিশন কোনরূপ কারণ দর্শানো ব্যতিরেকেই অত্র বিজ্ঞপ্তি বাতিলের অধিকার সংরক্ষণ করেন।

মোঃ মহসিনুল হক
উপসচিব (আইন)
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা

জিডি-৩৭৭

মোঃ মহসিনুল হক
উপ-সচিব (আইন)
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
ঢাকা